দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 03 NOV 2017
পৃষ্ঠা ..১০ কলাম ...২...

যশোর মেডিক্যালে শিক্ষক সঙ্কট

৮৮ পদের ৪৬টিই শূন্য

স্টাফ রিপোর্টার, যশোর অফিস ॥ যশোর মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষক সঙ্কট মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। ৮৮ পদের মধ্যে ৪৬ পদে কোন শিক্ষক নেই। শিক্ষক সঙ্কটের কারণে ছাত্রছাত্রীরা যথাযথ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। জানা গেছে, অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক এবং সহকারী অধ্যাপক মিলে এ কলেজে মোট শিক্ষকের পদ রয়েছে ৮৮টি। এর ভেতর ৪২ পদে শিক্ষক রয়েছে এবং ৪৬ গুরুত্বপূর্ণ পদে কোন শিক্ষক নেই। অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপকের একাধিক পদ শূন্য রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ এসব পদে শিক্ষক না থাকার কারণে প্রভাষকরাই চালিয়ে যাচ্ছেন পাঠদান কার্যক্রম। কলেজের এনাটমি বিভাগে অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপকসহ মোট ৮টি পদ রয়েছে। এর ভেতর সহযোগী অধ্যাপকের পদটি শূন্য রয়েছে। এ বিভাগে এক কিউরেটরসহ চার প্রভাষক রয়েছেন। ফিজিওলজি বিভাগে শিক্ষকের পদ ছয়। বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগে মোট পদের সংখ্যা ছয়। এর মধ্যে এক অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক পদে কোন শিক্ষক নেই। কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগের পদ সংখ্যা ছয়টি। এর ভেতর অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক পদে শিক্ষক নেই। ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগে অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক এবং প্রভাষকসহ মোট ছয়টি পদ রয়েছে। এর মধ্যে তিনটি পদ শূন্য রয়েছে। প্যাথলজি বিভাগে শিক্ষকের পদসংখ্যা ছয়টি। এ বিভাগে এক অধ্যাপক ও এক সহযোগী অধ্যাপকের পদ শূন্য রয়েছে। মাইক্রো বায়োলজি বিভাগে শিক্ষকের পদ ছয়। এর ভেতর অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপকের পদ শূন্য রয়েছে। ফার্মাকোলজি বিভাগে শিক্ষক পদের সংখ্যা ছয়টি। এ বিভাগে অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপকের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পদ শূন্য। মেডিসিন বিভাগে শিক্ষকের পদ চারটি। এ বিভাগে এক সহযোগী অধ্যাপক দায়িত্ব পালন করছেন। অধ্যাপক ও দুই সহকারী অধ্যাপকের পদ শূন্য রয়েছে। সার্জারি বিভাগের পদসংখ্যা সাতটি। বিভাগটিতে এক সহযোগী অধ্যাপক ও এক সহকারী অধ্যাপকের পদ শূন্য রয়েছে। গাইনি এ্যান্ড অবস বিভাগে ছয়টি পদের ভেতর অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপকের পদ শূন্য রয়েছে। কার্ডিওলজি বিভাগে তিনটি পদের ভেতর এক সহকারী অধ্যাপক দিয়ে চালানো হচ্ছে। এক সহযোগী অধ্যাপক ও এক সহকারী অধ্যাপকের পদ শূন্য রয়েছে এ বিভাগে। পেডিয়াটিক বিভাগে রয়েছে চারটি পদ। এর মধ্যে এক সহকারী অধ্যাপকের পদ শূন্য রয়েছে। ডার্মাটোলজি বিভাগে দুটি পদের বিপরীতে এক সহকারী অধ্যাপক রয়েছেন।

সহযোগী অধ্যাপক পদটি শূন্য রয়েছে। ইএনটি বিভাগে পাঁচটি পদ রয়েছে। এক অধ্যাপক ও এক সহকারী অধ্যাপকের পদ শূন্য রয়েছে। অফথ্যালমোলজি বিভাগে পাঁচটি পদের বিপরীতে এক অধ্যাপক, এক সহযোগী অধ্যাপকের পদ শূন্য। অর্থোসার্জারি বিভাগে শিক্ষকের পদ চারটি। দুই সহযোগী অধ্যাপক ও এক সহকারী অধ্যাপক দায়িত্ব পালন করলেও সহকারী অধ্যাপকের পদে শিক্ষক নেই। পেডিয়াটিক সার্জারি বিভাগে রয়েছে তিনটি পদ। এর ভেতর সহযোগী অধ্যাপক পদ শূন্য রয়েছে। এ্যানেসথেসিওলজি বিভাগে তিনটি পদের ভেতর অধ্যাপকের পদটি শূন্য রয়েছে। ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগে দুটি পদ রয়েছে। বিভাগটিতে ২টি পদ শূন্য। রেডিওলজি এ্যান্ড ইমেজিং বিভাগে তিনটি পদ। অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক দুটি পদ শূন্য রয়েছে। ডেন্টিস্ট্রি বিভাগে এক সহযোগী অধ্যাপক ও এক সহকারী অধ্যাপক মিলে দুটি পদ থাকলেও কোন শিক্ষকই নেই। দুটি পদ শূন্য রয়েছে। এছাড়া মানসিক রোগ বিভাগে এক, ইউরোলজি বিভাগে ২ জন সহকারী অধ্যাপক, নেফ্রোলজি বিভাগ ও নিউরোলজি বিভাগে দুই সহকারী অধ্যাপক ও রেসপিরেটরি মেডিসিন বিভাগে এক সহকারী অধ্যাপক সংযুক্ত হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। সূত্র জানিয়েছে, কলেজে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩শ'র বেশি হলেও এ সকল শিক্ষার্থী অভিজ্ঞ শিক্ষকের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে না। অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক এবং সহকারী অধ্যাপকের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য থাকার কারণে এ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।